আর এস এস বনাম ভারত

৬

সংসদে সংবিধান দিবস
এবং
অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে

সি পি আই (এম) প্রকাশনা

সূচীপত্র

নতুন করে সংবিধানের ওপর
আস্থা জ্ঞাপনের নাটক বন্ধ করো
—রাজ্যসভায় সীতারাম ইয়েচুরি /৩

একটি যুক্তিবাদ ও গণতান্ত্রিক
ভারতের অভিমুখ
—লোকসভায় মহঃ সেলিম/১৫

নতুন করে সংবিধানের ওপর আস্থা জ্ঞাপনের নাটক বন্ধ করো

— রাজ্যসভায় সীতারাম ইয়েচুরি

এই অধিবেশনের কার্যক্রম ঘোষণার আগেই আমাদের পার্টি দাবি করেছিল যে, সেজন্য দলিতদের ওপর যে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে তা অনুধাবণ করার বিষয়। ডঃ আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, কারণ নতুন কিছু আইন যা আমাদের মতে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো যাতে কার্যকরী করা যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সাল থেকে দলিতদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ১৯শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে। ২০১৫ সালে আমরা দেখেছি কিভাবে ফরিদাবাদ এবং আহমেদনগরে দলিতদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে।

তাই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন আইনকে আরো কঠোর করার, আরো কিছু নতুন আইন প্রবর্তন করার। আর সেজন্যে আমাদের দশটি প্রস্তাবও ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চেয়েছিলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হোক। অন্ততঃ এই বিষয়টির ওপর আলোচনা হোক এবং তারপর যথাযথ আইন পাস করা হোক। আমরা এস সি / এস টি সাব- প্ল্যানের বিধিবদ্ধ মর্যাদা দান এবং পেশাগত শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ ব্যবস্থার দাবি করেছিলাম। অস্পৃশ্যতার মূলোৎগাটন করার জন্য আমরা জাতীয় মিশনের কথাও বলেছিলাম। খোদ সংসদের মধ্যে যে সাফাই কর্মীরা আছে তাদের অবস্থা সবারই জানা। কাজেই এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন।

ডঃ আম্বেদকর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই আমরা বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কথা বলেছিলাম যার ভিত্তিতে আম্বেদকরের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যাবে।

অথচ, এখন এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে সরকার নতুন করে সংবিধানের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করছে। কিন্তু সংবিধানের ওপর নতুন করে আস্থা ঘোষণার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? এই সংসদে আমরা যারা এসেছি তারা সবাই এই সংবিধানের নামেই শপথ নিয়ে এসেছি। তাহলে নতুন করে এই আনুষ্ঠানিকতার মানে কি? এই সংবিধান দিবসই বা কেন?

সংবিধানের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ২৬ শে নভেম্বর গণপরিষদের সভাপতি সংবিধানে সই করেন। এর ওপর ভোট হয় এবং তা গৃহীত হয়। সংবিধানের এই খসড়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, " ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি ভারত একটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে। খসড়া সংবিধান তখন নিয়মিত সংবিধানের মর্যাদা লাভ করবে এবং কার্যকর হবে। এই বিষয়ে সরকারের বক্তব্য কি? আমি সবিনয়ে সভার নেতার কাছে জানতে চাইব, ১৯৪৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, এই সময়ে ভারতের শাসনকার্য কোন আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল? আমরা কি জানি যে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ঐ দুমাস ভারতের শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছিল এই সংবিধান অনুযায়ী নয় বরং ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ দ্বারা যা লন্ডনের সাধারণ সভায় উত্থাপন করেছিলেন তখনকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি । তা হলে এই সংবিধান তখন কি অবস্থায় ছিল? ঐ দুমাস আমরা ব্রিটিশ আইনেরই আওতাধীন ছিলাম।

১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি এই সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। তাহলে দীর্ঘ ৬৫ বছর পর নতুন করে সংবিধান রচনা দিবস ঘোষণা করার মানে কি? ডঃ আম্বেদকর নিজেই যখন বলেছেন যে, ২৬ শে জানুয়ারিতে আমরা সংবিধান কার্যকর করব এবং তখন ভারত একটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে তখন আবার ২৬ শে নভেম্বর কোথা থেকে এলো? হ্যাঁ, ঐদিন গণ-পরিষদ কর্তৃক খসড়া সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও সেটাতো ভারতের সংবিধানের মর্যাদা লাভ করেনি তখনও। এমন কি সেটা তখন আমাদের দেশীয় আইনেও ছিল না। ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৫০ সালে তা কার্যকর হওয়ার পরই কেবল তা আমাদের দেশীয় আইনে পর্যবসিত হয়েছে। আসলে আপনারা কোন না কোন একটি দিনকে উৎসবের আকারে প্রতিপালন করতে চান। গণপরিষদ কিন্তু আবার ১৯৫০ সালের ২৪,২৫ জানুয়ারিতে সভায় মিলিত হয়েছিল। ২৪ তারিখে " জনগণমন..." গানটিকে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি গণপরিষদের সব সদস্য খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেছিলেন। ২৬ শে নভেম্বর সংবিধানের ৩৯৫টি ধারার মধ্যে কেবল ১৫টি ধারা কার্যকর হয়েছিল। এবং ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি গোটা সংবিধান কার্যকর হয়।

অতএব আমরা নতুন করে কি পেলাম? তাহলো ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত একটি নতুন সংযোজন। আমরা লক্ষ্য করছি এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই ধরণের অসম্মানজনক কার্যকলাপের জন্য সংসদের গরিমা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। ২৬ শে নভেম্বর যা হয়েছে তার জন্য আমরা ডঃ আম্বেদকর এবং অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই সরকার কি জানেন যে, জহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত " উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব নিয়ে গণপরিষদ

তার কাজ শুরু করেছিল? এই সরকার কি জানেন যে গণপরিষদের মোট এগারটি অধিবেশনের মধ্যে ছয়টি অধিবেশনে কেবল এই " উদ্দেশ্য" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের ওপরই আলোচনা হয়েছিল। খসড়া সংবিধান নিয়ে নয়? এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস। এটা ঠিক যে বিজয়ীরাই ইতিহাস লিখে। কিন্তু এখন বিজয়ীরা শুধু ইতিহাস লেখাই নয় তা পরিবর্তন করতে চাইছে।

এই ইতিহাস আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। এই সভার নেতার মতই আমিও স্বাধীনতার পরেই জন্মেছি। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকেরই জন্ম স্বাধীনতার পর। কাজেই আমাদের সবার কাছেই এই ইতিহাস উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া; এটাই আমাদের পরম্পরা। তাই এখন আপনারা অন্যায়ভাবে ইতিহাস পরিবর্তন করে নতুন কোন ইতিহাসের কথা বলতে পারেন না। তাহলে এই 'সংবিধান দিবস' কি উদ্দেশ্যে পালন করা? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপনাদের কোন ভূমিকাই ছিল না। তাই আমার মনে হয় এসব করে আপনারা কুটিল পথে স্বাধীনতার কৃতিত্বের ভাগ নিতে চাইছেন। আমি জানতে চাই সেটা আপনারা কেমন করে করবেন।

সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলছে, " ২৬ শে নভেম্বর দিনটিকে ভারতের সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। " আপনারা চাইলে ১৯ শে নভেম্বরের সেই বিজ্ঞপ্তির কপি সভায় পেশ করব। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক। তাহলে কোন একটি দিনকে 'জাতীয়' দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কি ঐ মন্ত্রকের?

গেজেট- বিজ্ঞপ্তি হলো ১৯ শে নভেম্বর আর মানব সম্পদ মন্ত্রক ১০ নভেম্বর স্কুলে স্কুলে সার্কুলার পাঠাল ২৬ শে নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করার জন্য। আমি জানতে চাই সেটা কি করে সম্ভব হলো। এসব হচ্ছেটা কি? আপনারা চমক দেখাতে ওস্তাদ। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদের যখন কোন ভূমিকাই ছিল না তখন আপনারা বাঁকা পথে তার কৃতিত্ব নিতে চাইছেন। আমি নিশ্চিত যে, সংসদে আলোচনা চলা কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করা হবে যা সচরাচর হয়ে থাকে, এবং কিছু বস্তাপচা অভিযোগও আনা হবে।

ডঃ আম্বেদকরের প্রতি আমরা বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আমাকে বলুন আপনারা একটা নতুন চমক সৃষ্টি করার জন্য কোন এমন উঠে পড়ে লেগেছেন? তাতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে আমি এসব কিছুর প্রেক্ষাপটটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা যা বলতে চাইছি তা হলো, স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদেরতো কোন ভূমিকা ছিল না, তাই আপনারা এসব করে এর অংশীদার হতে চাইছেন।

আপনারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং এই সঙ্গে অনেক প্রশ্ন

ছোড়ে দিয়েছেন। আমি সেগুলোর উত্তর দিচ্ছি। আপনারা কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের এবং কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে শুধুমাত্র দুটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করব। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলাকালে ব্রিটিশ বোম্বের স্বরাষ্ট্র দফ্তরের পর্যবেক্ষণ, " সংঘের লোকজন খুব সচেতনভাবে নিজেদেরকে আইনের গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছে এবং বিশেষ করে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে যে বিদ্রোহী কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে তার থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে।"

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন করার জন্য ১৯৯২ সালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে মধ্যরাতে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ অধিবেশনে ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা, ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমি উদ্ধৃত করছি—

" কানপুর, জামসেদপুর এবং আহমেদাবাদের মিলগুলোতে ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত হওয়ার পর দিল্লি থেকে লণ্ডনে স্বরাষ্ট্র দফ্তরের সচিবের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল : ' সি পি আই'র লোকজনের কার্যকলাপ থেকে এটাই বোঝা যায় যে তারা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী এবং সব সময়ই এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি সংসদের রেকর্ডে আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি সংসদের সেন্ট্রাল হলে এই মন্তব্য করেছিলেন। কাজেই এবার অন্তত এই ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা বন্ধ করুন।

যখন আমি " বাঁকা পথে" র কথা বলি তখন আপনারা আপত্তি করেন। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন এবং নেহরুর মন্ত্রী সভায়ও ছিলেন। তবে তিনি মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তখন আপনাদের সরসংঘ চালক গোলওয়ালকার নতুন রাজনৈতিক দল করার জন্য মি: মুখার্জিকে অনুরোধ করতে চার জন স্বয়ংসেবককে পাঠিয়েছিলেন। আমায় বলুনতো তা কি আর এস এসের রেকর্ডে আছে কিনা? ঐ চার জন কারা? আপনাদের রেকর্ড বলছে ঐ চার জন হলেন : দীন দয়াল উপাধ্যায়, এল কে আদবানি, অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং এস এস ভান্ডারী। নতুন দল গড়ার জন্যে এই চারজনকে পাঠানো হয়েছিল। গান্ধী হত্যার পর আর এস এস কে নিষিদ্ধ করার পর তা তুলে নেয়ার জন্য সরদার প্যাটেল যখন সরকারি ইস্তাহারে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। ঐ শর্তগুলোর একটি ছিল, আর এস এস রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই আপনাদের প্রয়োজন ছিল একটি রাজনৈতিক শাখার। এবং ঐ রাজনৈতিক শাখা ছিল জনসংঘ যার বর্তমান নাম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

সভার নেতা অনেক কিছুই বলেছেন এবং সংবিধানের কিছু অংশ পাঠ করেছেন। তিনি সংবিধানের ৪৪ ধারা পাঠ করেছেন যাতে বলা হয়েছে, " নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।" কৃষি এবং পশুপালন সম্পর্কে আলোচনার সময়ও এই উদ্যোগের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছিল। আমি তখন বলেছিলাম যে, এই বিষয়গুলো সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্গত যা কার্যকর করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় না। এই নির্দেশাত্মক নীতিতে আরো অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে যেগুলো এখানে উদ্ধৃত করা হয়নি। ঐগুলোতে কি আছে? 'মাঝের দুর্বল অংশের মানুষের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষভাবে যত্নবান হবে। বাবাসাহেব আম্বেদকর কি বলেছিলেন? সংবিধানের ৪৬ ধারায় যা বলা হয়েছে তাই তিনি বলেছিলেন। ৪৭ ধারায় বলা হয়েছে, " রাষ্ট্র মানুষের পুষ্টির স্তর এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্য যত্নবান হবে।" কিন্তু আজকে বিশ্বে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের বেশিরভাগই হচ্ছে ভারতীয়। এর চেয়ে লজ্জার কি আছে? সংবিধানের ৪৭ নং ধারা অনুযায়ী এ হচ্ছে সাংবিধানিক নির্দেশ। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই নির্দেশ কতটুকু কার্যকর হয়েছে? আপনাদের ইচ্ছা এবং পছন্দ অনুযায়ী কিছু বিষয় আপনার বেছে নেন। তাতেই আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়েই মনে সন্দেহ জাগে।

নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কিত ধারা * এবং যার বিষয়বস্তু আদালতে বিচারযোগ্য তাতে বলা হয়েছে, " ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হবে আমাদের এই মিশ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকে মর্যাদা দেওয়া এবং তাকে রক্ষা করা। " আমরা কি তাকে রক্ষা করছি? এই প্রসঙ্গে আমি পরে আবার বলবো। ৫১ * ক ধারায় কি বলা হয়েছে? তাতে বলা হয়েছে, " বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা এবং সংস্কারের চেতনা গড়ে তুলতে হবে।" সেক্ষেত্রে আমাদের যদি শুনতে হয় প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে দেবতা গনেশের সৃষ্টি হয়েছিল অথবা স্টেম- টেকনোলোজি এবং টেস্ট টিউব বেবি সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাহায্যে মহাভারতের কর্ণের জন্ম হয়েছিল তাহলে তাকে কি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বলবো? এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আমাদের এসব কথা শুনতে হচ্ছে! এসব কি হচ্ছে? আপনারা এসব কি করছেন? আপনারা কি করতে চান আর কি করতে চান না? আপনারা কট্টর- হিন্দুত্বের মতবাদকে আবার পুনর্জীবিত করতে চাইছেন। আপনারা গরুর সুরক্ষার বিষয়টি পুনরায় সামনে আনতে চাইছেন। তাহলে নাগরিকদের সমতা এবং স্বাধীন জীবন-যাপনের কি হবে? তিনি ৩০ ধারা উদ্ধৃত করে বলেছেন ২৯ এবং ৩৩ ধারা অনুযায়ী এগুলো পরস্পর বিরোধী। ১৫ ধারা বলছে, " ধর্ম, জাতি, বর্ণে, লিঙ্গ, জন্মের স্থান অথবা এসবের যেকোন কারণে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না। ধারা ১৫

হচ্ছে মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কিত। তিনি বলছেন, " ২৯ এবং ৩০ ধারা পরস্পর বিরোধী। যে কোন আইনবিদ জানেন যে, প্রতিটি অধিকারের সঙ্গেই থাকে কিছু ন্যায় সঙ্গত সীমাবদ্ধতা। আমার মনে হয় সীমাবদ্ধতা ছাড়া কোন অধিকার নেই। ২৯ এবং ৩০ ধারা, যেখানে সংখ্যালঘুদের ধর্মের অধিকারের কথা বলা হয়েছে তাতে ১৫ ধারা, যেখানে সংখ্যালঘুদের ধর্মের অধিকারের কথা বলা হয়েছে তাতে ১৫ ধারায় উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। সংখ্যালঘু বলতে এখানে শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয় ভাষাগত সংখ্যালঘুদেরও বুঝতে হবে। " এই জন্যেই পরস্পর বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। আমরা একে দূর করতে চাই না?" আপনারা যে সংবিধানের এই পারস্পরিক বিরোধিতার কথা বলছেন, ডঃ আম্বেদকর আজকে থাকলে কি বলতেন। তিনিও একই কথা বলতেন; নাগরিকদের কর্তব্য হওয়া উচিত সবার মধ্যে সহিষ্ণুতার মানসিকতাকে ছড়িয়ে দেয়া, অসহিষ্ণুতার নয়।

এটাই আজকের বিরোধের বিষয়। সংবাদে আমি দেখলাম আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, ধর্ম নিরপেক্ষ কথাটি বাইরে থেকে সংবিধানে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছে। এটাই যত সমস্যার মূলে। তিনি অভিনেতা আমির খানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য রাখছেন, তিনি আরো বলেছেন, " আম্বেদকর দেশ ত্যাগ করেন নি, এদেশে থেকেই সংগ্রাম করেছেন, " আমির খান ও কিন্তু একথাই বলেছেন। তিনি কিন্তু দেশ ছাড়ার কথা বলেননি। আমি খুশি যে তিনি ও দেশে থেকেই লড়াই করছেন। এরপর এদের অভিযুক্ত করেন এই বলে যে, ওরা বামেদের প্রশ্রয়েই এমন করছে। ওদেরকে আমাদের লোক বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তাতে আমাদের মতাবলম্বীর সংখ্যা বাড়ছে। আম্বেদকর একজন দেশপ্রেমী ছিলেন, তাই তিনি দেশ ত্যাগ করেননি। কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই তা মনে আছে। কিন্তু কেন তিনি এমনটা করেছিলেন— অসহিষ্ণুতার শিকার হয়ে। এসব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা আপনারা ইচ্ছে করলেই মুছে দিতে পারবেন না। আপনারা যদি অসহিষ্ণুতার বিষয়ে বলতে চান তাহলে ২৫ শে নভেম্বরে দেওয়া ডঃ আম্বেদকরের ভাষণের কথা মনে করুন। সভার নেতা যার উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে " আমরা কি আবার আমাদের স্বাধীনতা হারাবো... " সভার নেতা এই উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। বাকিটা উনি বলেন নি। সেটা কি? আমিই ডঃ আম্বেদকরের দেওয়া ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করছি।" ইতিহাস কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে? আমরা কি আবার আমাদের স্বাধীনতা হারানো? "ভারতীয়রা কি ধর্মমতের ওপরে দেশকে স্থান দেবে নাকি দেশের ওপরে ধর্মমতকে স্থান দেবে; তা আমি জানি না। "

সভার নেতা বলছিলেন যে, আজকে ডঃ আম্বেদকর থাকলে কি বলতেন? তিনি এমন প্রশ্নের অবতারনা করতেন না। তিনি বলতেন, " দেশের মাথার ওপর ধর্মমতকে স্থান

দেওয়ার জন্য ভারতীয়দের বাধ্য করা হচ্ছে।" এই ধরনের অসহিষ্ণুতাই আজ দেশে বিরাজমান। ডঃ আম্বেদকর আরো কি বলেছেন? "কিন্তু এই নিশ্চিত— এই ভাষণ সকালে উদ্ধৃত করা হয়েছিল— যদি রাজনৈতিক দলগুলো দেশের ওপর ধর্মমতকে স্থান দেয় তাহলে আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয় বারের মত বিপদের সম্মুখীন হবে— তিনি যে সব উদাহরণ দিয়েছিলেন যা সভার নেতা উদ্ধৃত করেছেন— তাতে দেশের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বারের মত বিপদের সম্মুখীন হবে এবং চিরতরের জন্য আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারাবো। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই মহাবিপদের মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের সবাইকে মিলে। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে।"

আমি এই যে অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বলছি তা কিন্তু ডঃ আম্বেদকরই আমাদের করতে বলেছিলেন। যদি কেউ বলেন ডঃ আম্বেদকর যা করতে বলেছিলেন তা আমাদের অবশ্যই করা উচিত তাহলে আমরা তাই করব; অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। আম্বেদকর তাঁর ভাষণে এই আহ্বানই জানিয়েছিলেন।

আমরা সামাজিক ন্যায়ের কথা বলি। কিন্তু সেক্ষেত্রে ডঃ আম্বেদকর যে বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটাই আমরা ভুলে গেছি। এই প্রসঙ্গে আম্বেদকরের ভাষণ থেকে অনেকবারই উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখনো আবার সেই উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। এখন আমি পুরোটাই উদ্ধৃত করছি। সেখানে তিনি বলেছেন, " ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি" — আবার মনে করুন আজকের এই দিবসটি সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে— "আমরা একটা পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা সবাইকে সমান অধিকার দিলেও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা থাকবে না। রাজনীতিতে " একজন একটি ভোট," একটি ভোট, একটি মূল্য'র নীতিকে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি, বিরোধটা এখানেই। এরপর তিনি বলছেন, " দিনের পর দিন যদি আমরা তা অস্বীকার করি তাহলে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিপদ ঘনিয়ে আসবে। কাজেই কালক্ষেপ না করে এই বিরোধ দূর করতে হবে। অন্যথায় যারা এই বিরোধের শিকার তারা অনেক পরিশ্রম করে গড়ে তোলা এই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে চূড়মার করে দেবে।" ডঃ আম্বেদকর তাঁর ভাষণে এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করেছিলেন, এখন পরিস্থিতিটি কেমন? মাত্র একশ'র মত কোটপতির সম্পদের পরিমাণ দেশের জি ডি পি'র প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। আর সর্বশেষ জনগণনার মতে দেশের নব্বই শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকারও কম। এভাবেই কি আমরা এই বিরোধের সমাধান করছি, না তাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছি? এই বিরোধের জন্য যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে কমানোর জন্য কি আমরা আলোচনা করছি? বরং আমরা কি দেখছি? প্রতিবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে বিদেশি

পুঁজিপতিদের জন্য নতুন নতুন সুবিধার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। এপর্যন্ত পনেরটি ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে। আর দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের জন্য মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি করা হচ্ছে!

কৃষি ক্ষেত্রে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন। সরকারি তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে শিল্প উৎপাদনসূচক কমেছে। যা ছিল শতকরা ছয়ের বেশি, এমাসে কমে শতকরা তিনভাগে দাঁড়িয়েছে। কারখানার উৎপাদন যা ছিল ৬ (ছয়) শতাংশের বেশি, কমে ২.৪ শতাংশ হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি-সংকট গভীরতর হচ্ছে, মহাদেবের পূজো করতে গিয়ে মানুষ এখন " হর হর মহাদেব" না বলে "অড়হর মহাদেব" বলে ধ্বনি দিচ্ছে যাতে তাদের পাতে অন্তত একটু ডাল পায়। কারণ এক কিলোগ্রাম ডালের দাম এখন ২০০ টাকা, মুরগির চাইতেও বেশি দাম। এখন আর "ঘর কি মুরগী ডাল বরাবর নয়" বরং ঘর কি ডাল মুরগী বরাবর।" এই যখন অবস্থা তখন এই সংবিধান দিবস পালন করার মানে কি?

সামাজিক ন্যায় নিয়ে ডঃ আম্বেদকর স্বপ্ন দেখতেন তার কি অবস্থা? এস সি এবং এস টি দের ওপর যে নির্যাতন হচ্ছে সে বিষয়ে এবং সংরক্ষণ নিয়ে আমি আগেই বলেছি। অসাম্যের প্রশ্নে জনগণের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এই যে পারস্পরিক বিরোধ সেটা কি? বাস্তবকে উপলব্ধি করুন; আমরা কি সত্যিই ডঃ আম্বেদরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি? আধুনিক ভারত কি এভাবেই সামাজিক ন্যায়ের স্বপ্ন পূরণ করছে? রাজনৈতিক দলাদলির কথা ভুলে যান, ভুলে যান আমরা কে কোন দলের সদস্য। একজন ভারতীয় হিসাবে আমরা যখন এসব বিষয় নিয়ে কথা বলছি তখন কি সত্যিই সততার সঙ্গে তা করছি? আমরা কি ডঃ আম্বেদকর বা সেই প্রজন্মের আরো যাঁরা ছিলেন— নেহরু, গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, সরদার প্যাটেল, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাঁদের সুবিচার করছি? আমরা কি তাঁদের উপদেশ পালন করছি? এখন আপনারা বলছেন, " পুনরায় আমরা সংবিধানের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করছি।" পুনরায় সেই আস্থা জ্ঞাপন না করলে আপনারা এখানে আসতেই পারতেন না। কিন্তু এই পুনরায় আস্থা জ্ঞাপন ব্যাপারটা কি?

এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নে আসা যাক। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকর কি বলেছিলেন? যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারেই তিনি কি বলেছিলেন? তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের সমান মর্যাদার কথাই বলেছিলেন। তাঁর ভাষণ থেকে এই সম্পর্কে আমি কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি— " এই সংবিধানকে কেন্দ্রমুখী বলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যও নীতিই হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সংসদীয় এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া এবং সেটা কেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধান অনুযায়ী নয়, সংবিধান অনুযায়ী।" এই

হচ্ছে আমাদের সংবিধানের কাঠামো। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নীতিগুলো কি অনুসরণ করা হচ্ছে। আপনারা ৩৫৬ ধারার অপব্যবহারের কথা বলছেন। এ তো শুধু একটা দিক। ১৯৬০ সালে আমাদের কেরালা সরকার প্রথম বারের মত ৩৫৬ ধারার শিকার হয়। আমি জানি না, আপনাদের মধ্যে কজন তখন সেখানে ছিলেন। ১৯৬০-র দশকে আবার একইভাবে আমরা এই ধারার শিকার হই। এবং বাংলায় আমরা দুবার এর শিকার হই— ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে শুধু সমতাই বোঝায় না, রাজ্যগুলোর সমান মর্যাদাকে ও বোঝায়। রাজ্যগুলোকে কি সেই মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে? এরপর আপনারা বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কেও বলেছেন। এই বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকর চিত্তাকর্ষক কথা বলেছিলেন। তিনি তার ভাষণে বলেছিলেন, " আদালত রূপান্তর করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে না।" একটু খেয়াল করুন, " আদালত রূপান্তর করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে না। তারা তাদের দেওয়া পুরানো ব্যাখ্যাকে সংশোধন করে নতুন যুক্তি পেশ করতে পারে, নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করতে পারে। প্রান্তিক ক্ষেত্রসমূহে তারা বিভাজন রেখাকে স্থানান্তর করতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিছু বাধা নিষেধ আছে যাকে তারা অতিক্রম করতে পারে না। নির্দিষ্ট করে দেওয়া ক্ষমতার পুনর্বন্টন করতে পারেনা। যে ক্ষমতাগুলো আছে সেগুলোর একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু একটি কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট করে যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়েছে তা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে না।"

প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা এবং সংসদ এই তিনের পৃথক অস্তিত্ব এবং এদের পারস্পরিক পরিপূরকতাই হচ্ছে আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ- তো গেল বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা। কিন্তু আমার উদ্বেগটা হচ্ছে ডঃ আম্বেদকরের প্রতি আপনাদের এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নিয়ে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল। এই সময় বিশ্বের কি অবস্থা ছিল তা একটু মনে করুন। কোটি কোটি মানুষ ঔপনিবেশিকতার কবলে ছিল। এই দেশগুলো যখন স্বাধীন হলো তখন আমরা যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম তা রীতিমত বৈপ্লবিক। আমরা সার্বজনীন ভোটাধিকার দিয়েছিলাম যা অন্য কোন দেশ তখনো দেয়নি, ইউরোপ এমনকি আমেরিকা ও না।

রাষ্ট্রপতি ওবামা ভারতে এসেছিলেন। সরকার এবং বিরোধী, আমরা সবাই খুব উত্তেজিত ছিলাম। তিনি আমাদের সংসদে রক্ষিত মহামূল্যবান খাতায় লিখলেন, " বিশ্বের সব চাইতে পুরানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশ্বের সব চাইতে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" এই ছিল তাঁর বার্তা। ঐদিনই রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত সান্ধ্যভোজের সময় এই বার্তার বিষয়টি আমি উল্লেখ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "আমার

মনে হয় আমেরিকা বিশ্বের সব চেয়ে পুরানো গণতান্ত্রিক দেশ কথাটা ঠিক নয়, তিনি তখন বলেছিলেন, " কেন?" আমি তখন বলেছিলাম আমেরিকান- আফ্রিকান নির্বিশেষে আপনারা সার্বজনীন ভোটাধিকার পেয়েছিলেন ঠিক, তবে ১৯৬২ সালে, আপনার জন্মের এক বছর পরে। আমেরিকায় সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল ১৯৬২ সালে যা আমরা ভারতে ১৯৫০ সালেই দিয়েছিলাম।" দলিত, ভূস্বামী, হিন্দু; মুসলমান নির্বিশেষে ১৯৫০ সালেই আমরা এই সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন করেছিলাম। কিন্তু আজ কি হচ্ছে? হরিয়াণা রাজ্যে শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষ ভোট দিতে পারবে না, নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। কারণ কিছু শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বলছে যদি কেউ এই শর্ত পূরণ করতে না পারেন তাহলে তিনি ভোট দিতে পারবেন না এবং কোন নির্বাচনেও প্রার্থী হতে পারবেন না।

রাজস্থানে আপনারা এমন কিছু শর্ত চাপিয়েছেন যার ফলে পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি মানুষ সার্বজনীন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। গুজরাটে আপনারা বলছেন, " আপনার বাড়িতে যদি পাকা পায়খানা না থাকে তাহলে আপনি স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না এবং প্রার্থীও হতে পারবেন না। এই তিনটি রাজ্যেই কিন্তু বিজেপি আছে সরকারে। আপনারা ডঃ আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন অথচ আমাদের সংবিধান সার্বজনীন ভোটাধিকারের মত যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দেশের জনগণকে দিয়েছিল তা-ই আপনাদের দল- কর্তৃক শাসিত রাজ্যসমূহে দিতে অস্বীকার করছেন।

তৃতীয় রাইখ এবং জার্মানী সম্পর্কে সভার নেতা কৌতূহল উদ্দীপক উল্লেখ করেছিলেন। তৃতীয় রাইখ এবং জার্মানী এবং সেখানকার স্বৈরাচারের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। ১৯৩৯ সাল, যখন ভারত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি হবে তা নিয়ে বির্তক চলছিল তখন মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার একটি বই "We-or our Nationhood Defined" প্রকাশিত হয়েছিল, ভারতের রাজনীতি এবং তার ভবিষ্যতের ওপর যার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। তাঁকে আর এস এসের গুরু মানা হয়। যেহেতু সভার নেতা রাইখ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তাই আমি ঐ বই থেকে এ বিষয়ে কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। " আমরা" কারা? হিন্দিতে "স্বরাজ" স্ব মানে কি? এটা কাদের রাজ? আমরা কারা? আমাদের রাষ্ট্র একটি হিন্দু রাষ্ট্র।" এই বইয়ের নিহিতার্থ তাই। তখন জার্মানী এবং হিটলার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, " হিন্দু, কেবল হিন্দুরাই ভারতের অধিবাসী।" আর তৃতীয় রাইখ সম্পর্কে বলেছিলেন, "জার্মানী জাতি এবং তার সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যে দেশকে ইহুদীমুক্ত করে বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। " আমি একটু বিরতি নিচ্ছি। এই সময়ে আপনারা একটু বিচার করে দেখুন এই ভারতের ইহুদীরা কারা এবং কারাই বা এখানে জাতি এবং সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার আওয়াজ তুলছেন। আমি এখন ঐ বইয়ের ৩৫ নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি— " জার্মান জাতি এবং

তার সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যে দেশকে ইহুদীমুক্ত করে জার্মানী বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাতে জার্মান রাষ্ট্রের মর্যাদা অতি উচ্চতায় পৌঁছেছিল। জার্মানী এও দেখিয়েছিল যে বহু জাতি, বহু সংস্কৃতি, থাকলে কখনই একতা আসতে পারেনা। তার থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত....." দয়া করে বিষয়টি সম্পর্কে ভেবে দেখুন।

এই হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্র তত্ত্বের আসল রূপ। কাজেই আপনারা যদি ডঃ আম্বেদকরকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জানাতে চান তাহলে তাঁর ভাষণের কথা মনে করুন, তিনি কি বলেছিলেন। ধর্মমত সম্পর্কে উনার বক্তব্য ছিল, " সমতা ছাড়া অধিকার অর্জন করা যায় না। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া সমতা এবং অধিকার পাওয়া যায় না।" ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে এখানে সদ্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে এবং সমতা এবং সেই সদ্ভাবনা ছাড়া স্বাধীন নাগরিক অধিকার অর্জন করা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা পালন করতে হলে সমতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ/ সদ্ভাবনা, এই দুটি বিষয়ে আপোস করার কোন প্রশ্ন নেই। বর্তমানে যে অসহিষ্ণুতার একটা বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে, তার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রেই আপোষ করা হচ্ছে।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষণের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। তিনি তখনো ভারতের রাষ্ট্রপতি হননি, হয়েছিলেন ২৬ শে জানুয়ারি। খসড়া সংবিধানে সই করার সময় তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। তখন রাষ্ট্রপতির শপথ পাঠ করানোর ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছিল, বলা হয়েছিল যে ডঃ রাজা গোপালচারী যেহেতু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গর্ভনর জেনারেল পদে নিযুক্ত, তাই তিনি রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে পারেন না। তাই ভারতের প্রধান বিচারপতি তখন সে কাজটি করেছিলেন। তারপর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অন্তবর্তী সরকার তৈরি করে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করার পর নতুন সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন করার নির্দেশ দেন। সেই নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। তাই দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। দুঃখের বিষয়, ১৯৫০ সালেই সর্দার প্যাটেলের মৃত্যু হয়। আর এখন আমরা শুনছি যে, সর্দার প্যাটেলকে নাকি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কি বলেছিলেন? সংবিধান গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে, তিনি বলেছিলেন, " আমরা যাই বলি না কেন, সংবিধান হচ্ছে একটা যন্ত্রের মত, প্রাণহীন... যাঁরা এই সংবিধানকে নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর করে তাঁদের সাহায্যেই সংবিধান জীবন্ত হয়। ভারতের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে কিছু সৎ লোকের যাঁরা দেশের স্বার্থে কাজ করবেন।"

আমি নিশ্চিত যে যখন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং ডঃ আম্বেদকর মানুষ সম্পর্কে বলতেন তখন তা মহিলাদের বাদ দিয়ে নয়। তাই আমাকে ক্ষমা করবেন আমি বিশ্বাস করি যে মহিলারাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, " আমাদের জীবনের উপাদানসমূহের বিভিন্নতার মধ্যে একটা সংবেদনশীলতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত, বর্ণগত, ভাষাগত, প্রদেশগত এমন আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্যের ফলে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন দেখা দেয়। কাজেই আমাদের প্রয়োজন এমন কিছু দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মানুষ, যাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে, যাঁরা গোষ্ঠীগত বা অঞ্চলগত স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। আমি আশা করছি আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় এমন চরিত্রের মানুষ তৈরি করব।" কিন্তু সেটা কি হচ্ছে? আমরা এমন মানুষ তৈরি করতে পারছি? যদি তা না হয়ে থাকে আর আপনারা যদি আন্তরিকভাবে সংবিধানের ওপর আস্থাশীল হতে চান এবং ডঃ আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে চান তাহলে আর দেরি না করে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টান।

একটি যুক্তিবাদ ও গণতান্ত্রিক ভারতের অভিমুখ

—লোকসভায় মহঃ সেলিম

আমি করুণাকরণজী, মাননীয় অধ্যক্ষ এবং এই সভাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যেহেতু আমরা এই বিষয়টির উপর একটি সম্মানজনক আলোচনা করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইমাত্র যা বললেন তার প্রেক্ষিতে আমরা সমস্ত দেশবাসীকে বলতে চাই যে, আমরা যদি এই সভাতেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করি তাহলে আমরা সমস্ত দেশকে সহিষ্ণু হওয়ার কথা বলতে পারি না। করুণাকরণজীর পরিবর্তে বলার জন্য আমি আপনার অনুমতি চাইছি। বর্তমানে সারা দেশে যে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ চলছে তার উপর আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চাই না। দেশে গত কয়েক মাস ধরে যে সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলিকে কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলছেন। আমি এটাকে সমর্থন করি না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা এই বিষয়টিকে এই সভায় আলোচনা করার জন্য গ্রহণ করলাম? আপনি (অধ্যক্ষ) এবং এই সভা স্বীকৃতি দিয়েছে যে এই ঘটনাগুলি বিক্ষিপ্ত নয়। যদিও বিষয়টিকে সেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বাস্তবে এটা সেরকম নয় বরঞ্চ অনেক বেশি সঙ্কটজনক। শুধুমাত্র 'অসহিষ্ণুতা' শব্দটি এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট নয়। তার মানে এই নয় যে দেশে সহিষ্ণুতার অভাব রয়েছে। আসলে সংখ্যাধিক্যের দাম্ভিকতা এই পরিস্থিতিকে বর্তমানে দেশের মধ্যে একটি বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ে এসেছে। এই কারণেই বিষয়টি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়। তার প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমনকি বিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও অনুরণিত হচ্ছে।

এই দেশকে গঠন করার জন্য যাঁরা মন প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা এই সঙ্কটজনক অবস্থায় তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছেন। আজ অসহিষ্ণুতা

আরো বেশি প্রকট। গণতন্ত্র মানেই আলোচনা, বিতর্ক এবং ভিন্নমত পোষণ। কোন বিষয়ে, কাজে বা মতাদর্শে আমরা একমত নাও হতে পারি। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এটি একটি তৈরি করা বিক্ষোভ। আপনি কাকে অপমান করতে চাইছেন? ভারত রত্নে ভূষিত বিজ্ঞানী সি এন আর রাও, পি এম ভার্গব, শ্রীনারায়ণ মুর্ত্তি, একজনের পর একজন এভাবে সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সবকিছু একদিনে হয়নি। আমরা কি বলতে চাইছি? আমরা নাকি দেশকে অসহিষ্ণু বলছি, তাই আমরা দেশকে অপমান করছি। এই বলে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর চেষ্টা চলছে। আসলে এটাই হল আরোপিত এবং মনগড়া। সেটা ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধ্যান ধারণা আমাদের সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়। এখন কোথাও তা থেকে একটা বিচ্যুতি ঘটছে। আমরা সেখান থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন দিক থেকে তার জন্য ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই মাত্র বি আর আম্বেদকর এর ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে সংবিধানের উপর আলোচনা করেছি। আমি আবার সে বিষয়ে যেতে চাইছি না। আমাদের সংবিধান হাতির পিঠে চড়ে দৃশ্য দেখার কথা বলে না। সংবিধান আমাদের দিক নির্দেশ করে, আমরা কোন দিকে যাব এবং দেশের প্রত্যেক নাগরিককে স্বাধীনভাবে বলার অধিকার দেয়।

আমাদের দেশ ফ্যাসিবাদী নয়। এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধানের উপর আলোচনায় আমরা অনেকের বক্তব্য শুনেছি। অনেক জ্ঞানী লোক এই সংবিধান তৈরিতে তাদের অবদান রেখে গেছেন। তারা কখনো সাংবিধানিক সভার উপর কোন বই লেখেননি, কিন্তু আমাদের সভ্যতার মূল ভিত্তির উপর লিখেছেন। আমাদের দু'শ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল এই সংবিধান। যখন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কোন কথা বলেন না, তখন আমরা ব্যথিত হই। কেউ কেউ বলেন আগে কি এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। এমনকি ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সালে? একটি নীতিগল্প আছে যেখানে একটি নেকড়ে একটি ছাগলকে বলছে তুমি জল ময়লা করছ। তারপর বলে যদি তুমি না করে থাক তাহলে তোমার দাদু করেছে। এল কে আদবানীজী এখানে আছেন। আমি বিশেষ করে সুধীরেন্দ্র কুলকার্নির নাম করছি কারণ তিনি একসময়

বিজেপি-র জাতীয় পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। এরকম আরো অনেক নাম আছে, যাঁরা এই সভার সদস্য নন। তারা নিজে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমি সেই সাবধানতার কথাই বলছি।

কিন্তু এটা খুবই দুভার্গ্যজনক যে যিনি সমস্ত বিষয়ের উপর টুইট করেন। যিনি একজন মহান বক্তা,যাকে মানুষ খুব আশা করে দেশের নেতা নির্বাচন করেছেন। তাঁর কাছে আশা করা হয়েছিল যে তিনি এই দেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সবার আগে দেশের উন্নয়নই হবে মূল বিষয়, যেখানে সার্বিকভাবে সবার সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন । আপনাদের মনে থাকবে হয়তো, যখন পুনের প্রকৌশলী মহসিন সাদিক শেখকে হত্যা করা হল তখন মানুষ সেই টুইটের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যেখানে কারো জন্ম দিন কিংবা কুর্তার মুন্সিয়ানার জন্য টুইট করা হয়, সেখানে এই বিষয়ে অন্তত একটি টুইট আশা করা যেতেই পারে। এগুলি একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

দাদরির ঘটনা ঘটল, তার আগে কালবুর্গি ও পানসেরেকে হত্যা করা হল। এমনকি তারও আগে দাভোলকারকে গুলি করে মারা হল। কেন আমরা এই আলোচনা করছি? আমরা চাই একটি যুক্তিবাদী ভারত। আমরা চাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। এটা একদিনে করা যাবে না। কোন সভ্যতা একদিনে তৈরি হয় না। সরকার আসে যায়। আমরা সবাই সাময়িক। এন ডি এ সরকার যখন আগেরবার ক্ষমতায় ছিল, তখন আমরা তাদের গোপন কর্মসূচীর কথা বলতাম। জন সাধারণ আমাদের জিজ্ঞেস করত কি সেই গোপন কর্মসূচী? এখন কোন কর্মসূচীই গোপনে হয় না। সবই খুল্লমখুল্লা । যা সবাই দেখতে পাচ্ছে। কালো টাকা ফেরত, দুর্নীতি বন্ধেও স্বচ্ছতা আনতে আমরা সরকারের কাছে দাবি করেছিলাম। এই অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলি কেন বেড়ে চলেছে। প্রথমে বলা হল এগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। তারপর বলা হল নগণ্য বিষয়। এই ঘটনাগুলির পেছনে কারা? তারা কি সংসদের সদস্য, মন্ত্রীসভার সদস্য? প্রশ্ন জাগে। দলিত শিশুদের মারা হচ্ছে। হয়তো বা তদন্ত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল এটা কি ধরণের সংস্কৃতি। যখন কোন মুসলমান বা দলিত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় তখন কুকুর ছানার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এটা মানবতাবিরোধী। এগুলি কোন ধর্মীয় বিষয় নয়। যারা

বোঝেন তাদের কাছে একটা সংকেতই যথেষ্ট। এ ধরণের মন্ত্রীদেরকে আমাদের সহ্য করতে হয়। .... প্রশ্ন হল গরীব, দলিত, আদিবাসী, পিছিয়েপড়াও বিকলাঙ্গদের কিভাবে মূলস্রোতে আনা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের সংবিধান আমাদের নির্দেশ দেয় এই শ্রেণির লোকদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে। এগুলি এমন আর কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এগুলি হল মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এ থেকে দেশকে কি ধরণের বার্তা দেওয়া হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা এই সভায় প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। আমি বাংলা থেকে এসেছি, তাই রবিঠাকুরের কথায় বলি 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' যিনি এই অন্যায় সহ্য করতে পারছেন না, তিনি লেখক বা কবি যাই হোন না কেন উনার সারা জীবনে অর্জিত সম্মাননা ও পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সংবাদপত্রে, সামাজিক মাধ্যমে ও সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের ভৎর্সনা করছি। এগুলি হত রাজা মহারাজাদের সময়ে যখন কোন গণতন্ত্র ছিল না— এখানে সবাই স্তাবক বা ভাঁড় নন।

আপনি টাইম স্কোয়ারের আহ্বান শুনতে পান কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে হাহাকার চলছে তার কোন আওয়াজ শুনতে পান না। কিন্তু এটি শোনা খুব জরুরি। তার জন্য আপনাকে মাটিতে কান পাততে হবে না। আপনার আউট গইং কলের সঙ্গে ইনকামিং কলগুলিকেও লক্ষ্য করুন। কথাবার্তা যদি একতরফা হয় তাহলে সেটি পরিতাপের বিষয়। আপনার 'মন্ কি বাত' 'ধন কি বাত' শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশের মন কী বলছে তা আপনার কাছ থেকে শুনতে পাওয়া যায় না। সেজন্য বিহারের নির্বাচনের ফলাফল আমাদের দরকার ছিল। আমরা সবাই এখানে মিলিত হয়েছি কি এই বিষয়ে বিতর্ক করতে? এটা প্রশ্ন হওয়ার কথা ছিল না। প্রশ্নটা হওয়ার কথা ছিল কেন ডালের দাম কেজি প্রতি ২০০ টাকা হল। পেঁয়াজের কেজি কেন ৭০-৮০ টাকা হল? একজন ব্যবসায়ী ক্ষমতার অলিন্দের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। তাতেই কি ডালের অবৈধ মজুদ ও তার মূল্য বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে সাহায্য করা হচ্ছে? প্রশ্নটা কোন বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে তা নয়। গরু না ছাগল তাও নয়। কার ঘরে

রুই মাছ বা ইলিশ মাছ রান্না হচ্ছে সেটা দেখা সরকার, রাজনৈতিক দল বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দায়িত্ব নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে কার ঘরে রান্না হচ্ছে না। কার ঘরে যথেষ্ট খাদ্য নেই। সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলির এটা দেখা উচিত। আমরা এই বিষয়গুলি থেকে সরে যাচ্ছি। প্রশ্নটা হল খাদ্য সুরক্ষার, যাতে করে গরীব অংশের মানুষেরা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারেন, বেকাররা কাজ পায়, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়, অপুষ্টির হার কমে, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা পুষ্টিকর, খাবার পায়। তার পরিবর্তে আকলাখ আহমেদকে বলির পাঠা করে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে তাঁর ছেলে ভারতীয় বায়ুসেনাতে কর্মরত। তার পরিবর্তে আমরা দেখছি কিছু সংবাদ মাধ্যম ও কিছু লোক বলার চেষ্টা করছেন এ বিষয়ে কি করা যেত। কেউ বলছেন এদিকে যাও, কেউ বলছেন ওদিকে যাও, কিন্তু সরতাজ (আকলাখের ছেলে) বলছে " সারে যাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান আমরা" এটাই হল মূলমন্ত্র। এটাই ভারতবর্ষের মূলমন্ত্র। এটা কোন একটা নির্বাচনের ফলাফলে পরিবর্তন হয়ে যাবে না। এটা শতাব্দী প্রাচীন।

* * * * * * *

আমি এ বিষয়ে আলোচনা চাইছি। সাধারণ মানুষও আলোচনা চাইছে। আমি কি লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি? ২০১৪ সালের ১১ই জুন প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছিলেন, তখন তিনি সবেমাত্র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, " ১২০০ বছর ধরে আমাদের ক্রীতদাসসুলভ মানসিকতা আমাদের সমস্যায় ফেলেছে। আমরা যখন কোন স্বনামধন্য লোকের সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমরা সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারি না।" ২০০ বছর ধরে ভারতের আদিবাসী, চাপেকার ভাইদের থেকে শুরু করে ভগৎ সিং, আখফাকউল্লা খান, চন্দ্রশেখর আজাদ, ক্ষুদিরাম বসু এবং কানাই লাল দত্ত স্বেচ্ছায় ফাঁসিকে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু তারা বৃটিশের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলেছিলেন। তারা কখনো মাথা নত করেননি। আমরা তাদের জন্য গর্বিত। আরো অনেকে ছিলেন যেমন আলুরি সীতারামা রাজু। আমি সবার নাম বলতে চাইছি না। তারা দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে ছিল— মনিপুর থেকে কেরালা পর্যন্ত। কবিরের একটি দোহা আছে, যা হলো, তোমার আমার হৃদয় কিভাবে একসঙ্গে মিলবে।

তুমি ছাপার অক্ষরে কথা বলছ আর আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

গত কয়েক মাস ধরে দেশে কি সব ঘটনা ঘটছে, আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি না। বাস্তবে সবকিছুই সবার সামনে আছে এবং আপনার দলের নেতারাও তা স্বীকার করেন। ১৯৮৪ সালে শিখদের সঙ্গে কি হয়েছিল, দেশকি সেটা ক্ষমা/সহ্য করেছিল? প্রথম ইউ পি এ সরকারের সময় যখন নানাবতী কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করল, তখন মনমোহন সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমরা কমিটির সুপারিশগুলির আইনি প্রয়োগ সম্পর্কে এবং তা বাস্তবায়িত করতে আলোচনা করেছিলাম। আমরা কি সেটা করিনি?

এখন কেউ যদি কোন অন্যায় করে তাহলে বলা হয় আগের তারা অন্যায় করেছিল। তাহলে অন্যায়ের এই ধারাবাহিকতা কি চলবে? কোথাও সেটা বন্ধ হওয়া উচিত। আমি অন্যায় করি বা অন্য কেউ অন্যায় করে সেটা বড় কথা নয়। অন্যায় অন্যায়ই। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন প্রায়শই এই কবিতাটা আবৃত্তি করতাম; হও ধরমেতে ধীর/ হও করমেতে বীর/ হও উন্নত শির নাহি ভয়। কিন্তু এখন কি ঘটছে? কি পরিবর্তন হয়েছে? কি শোনা যাচ্ছে? এখন উল্টোটাই বলা হচ্ছে। যা নাকি আমাদের দেশের সম্মান নষ্ট করছে। আমরা আমাদের মাথা উচুঁ করে থাকতে পারছি না। হয়তো সেটাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলতে চেয়েছেন যে ১২০০ বছর ধরে আমাদের মাথা নত হয়ে আছে।

জৈন ধর্মাবলম্বীরা যখন মাংস খাওয়া বন্ধ করার কথা বলেছিলেন তখন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি টি এস ঠাকুর এবং যোশেফ কুরিয়েন কি বলেছিলেন? তারা বলেছিলেন এটা কোন ইস্যুই হতে পারে না। আপনি কারোর খাদ্যাভাস কোন ইস্যু হিসাবে তুলতে পারেন না। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুসরণ করে। প্রধানমন্ত্রীও এটা বলেছিলেন। সংবিধানও প্রত্যেককে তার নিজস্ব ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দিয়েছে। ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধিতা নেই। সবার এ ব্যাপারে নিজস্ব অধিকার আছে। আপনি যদি এক ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মকে লেলিয়ে দেন তাহলে কি হবে একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন সে ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান যাই হোক না কেন। ধর্মের প্রতি আপনাদের

মনোভাবকে আপনারা নমনীয় থেকে অনমনীয় করার চেষ্টা করছেন। যেহেতু আপনারা মনে করেন আমরা এ বিষয়ে দীর্ঘদিন নরম মনোভাব দেখিয়েছি। আমরা অনেক সহ্য করেছি। আর করব না। তাহলে মূল প্রশ্নটা কি? আফগানিস্থানে কি ঘটনা ঘটেছিল? ইসলাম সেখানে ছিল, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছিল। কিন্তু তালিবান , মুজাহিদিনরা বলল এই নরমপন্থী ইসলামে কোন কাজ হবে না। আমাদের ইসলাম সম্পর্কে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। সারা পৃথিবীতে একটা পরিবর্তনের বাতাবরণ তৈরি হল।

ফলস্বরূপ বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলি যা গান্ধার শিল্পকলার নিদর্শন, সেগুলি সহ বহু মূর্তি ধ্বংস করা হলো। এটা কি আফগানিস্থানের পক্ষে ভালো হয়েছে বা ইসলামের পক্ষে ভালো হয়েছে? এটা কি ধর্মকে কোনভাবে সাহায্য করেছে। আজ কি চলছে? আই এস আই এস সংস্থা— কেউ যদি ধর্মের নামে পৃথিবীতে কোন অপরাধ করতে চায়, তাহলে অপরাধী নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন আপনারা বলছেন যে ধর্মনিরপেক্ষ নয় কিন্তু পন্থা নিরপেক্ষ। এটি এই সভাতেই বলা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী এই সভাকে সম্বোধন করে শুক্রবার (২৭ শে নভেম্বর) বলেছিলেন পৃথিবীতে যে ১২টা ধর্ম সক্রিয় তার সবকটিই আমাদের দেশে বর্তমান। এটা একটা ভালো লক্ষণ। তখন এটা ছিল ধর্ম, ছিল উপাসনা। কিন্তু যখন আমরা বললাম দেশ ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করুন। তখন তিনি বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসের কথা বলেন। রাজনাথ সিং নিজেই বলেছেন মুসলমানদের ৭২ টা উপদল আছে। দেশ এইরকম উপদল বা ভাগাভাগি থেকে মুক্ত থাকবে। এখানেই ভুলটা হচ্ছে। আমাদের এই ভুলটাকেই শুধরাতে হবে। আমি যেটা আলোচনা করছি, সেই অসহিষ্ণুতা সম্পর্কেই আমি বলছি। মূল ভাবনাটাই ভুল। আমি ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে বলছি, তারা যেভাবে ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করছেন সেটা ভুল। দেখুন বাংলাদেশে কি চলছে। আমাদের এখানে কালবুর্গী খুন হচ্ছেন। পানসেরে খুন হচ্ছেন। এটাকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। এটা হিন্দু বা মুসলমানের প্রশ্ন নয়— যে দেশে শতকরা ১০০ ভাগ লোক কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সেখানেও সুস্থ চিন্তাভাবনা, স্বাধীন চিন্তাভাবনা ও

বিজ্ঞান মানসিকতার লোকদের- অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। সমস্যা তৈরি করার জন্য সব ধর্মের লোকের প্রয়োজন হয় না। চিন্তাভাবনা যদি হয় দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাহলে দেশের জনগণই সেখানে বাধা দেবে। যেমন বিজ্ঞানকে বলা হয় বিশেষ জ্ঞান, সে রকম বিহার মানে বিশেষ হার বা পরাজয়। তাই এই বিশেষ হারের পর বুঝতে চেষ্টা করুন। শত্রুঘ্ন সিনহা বুঝেছেন তাই তিনি হাসছেন। আমাদের সংস্কৃতি একটি বিশেষ পর্যায়ে আসতে হাজার বছর লেগেছে। কোন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আমাদের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে পারবেন না। আপনি তো আব্দুল কালামের কথা বেশি করে বলেন। আপনি কালাম সাহেবের বাংলো সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন, তা না করে তাঁকে কালামের চিন্তাভাবনাগুলি শেখান। তখন তিনি কি বলেছিলেন আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কারণ তা সবাই জানেন। সংস্কৃতিমন্ত্রীর সংস্কৃতিটা কোথায়? এখন আপনি বুঝতে পারবেন কেন এই ঘটনাগুলি ঘটছে। এটা গণতন্ত্রের মন্দির। মন্দিরে মানুষ প্রতিদিন উপাসনা করে, শুধুমাত্র উদ্বোধনের দিন নয়। গণতন্ত্র আমাদের এই শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের একটি মিশ্র সংস্কৃতি উপহার দিয়েছে যা নাকি সাগরের মতো। আপনি যদি সাগরের মধ্যে আলাদা করে গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী ও ব্রহ্মপুত্রের ধারাকে খুঁজতে যান তাহলে পাগলের মত হয়ে যাবেন। এই দেশের একটিই ধারা। এই মিশ্র সংস্কৃতিকেই আঘাত করা হয়েছে। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন তারা উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমের এই ধারাগুলিকেই একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। যাদের এই বহতা বিবিধতা সম্পর্কে আগ্রহ নেই তারাই একতার এই ধারাকে ভাঙ্গতে চেয়েছেন। এটা একদম স্পষ্ট।

স্বামী বিবেকানন্দ যদিও এমন অনেক স্বামীই বর্তমান। তথাপি স্বামীজী দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এই ঐক্যের ধারাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। আপনারা যাদের কুকুর বলেন তারাও মানুষ, তারাও ভারতবাসী। তাদেরও অধিকার আছে। এই সব দলিত ও পিছিয়েপড়াদের একসঙ্গে নিতে হবে। সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে হবে। তার জন্য দরকার একটা ঐক্যের সেতুর। কিছুলোক সেতু তৈরি করেন আবার কেউ সেটাকে ভেঙ্গে

দেন। আমরা যদি এই বিষয়টা এখানে আলোচনা করি তাহলে একটা তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যাবে। আজকাল চায়ের দোকানে, রাস্তাঘাটে, রেলস্টেশনে গ্রামেগঞ্জে কি চলছে? মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে।

খ্রীস্টান ও মুসলমানদের সংখ্যা আমাদের দেশে এত বেশি যে আপনি তাদের কোথায় ঠেলে দেবেন? সবাইকে তো পাকিস্তানে পাঠানো যাবে না। পাকিস্তান সে রকম দেশ নয়, যে ভারতীয় মুসলমানরা স্বেচ্ছায় সেখানে যেতে চাইবে। যদি তাই হত তাহলে ১৯৪৭ সালেই সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে যেত। আমরা সেটাকে প্রত্যাখান করেছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এদেশ আমাদের বাসভূমি, আমরা এখানেই আমাদের পরিচর্যা করি। আপনি বলেছেন কেউ যদি একটা বিশেষ জিনিস খায় তবে তাকে পাকিস্তানে যেতে হবে। আপনি নারায়ণমূর্তি, রঘুরাম রাজন, শাহরুখ খান, আমির খানদের কোথায় পাঠাবেন? আপনি কাশ্মিরী পন্ডিতদের কি দিয়েছেন। আপনি মুফতি মহম্মদ সঈদের সঙ্গে কাশ্মিরে সরকার গঠন করেছেন। আপনি তাদের সঙ্গেও বিশ্বাস - ঘাতকতা করেছেন। আপনি ক্ষমতায় আসার জন্য জনগণের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেন। আমরা জনগণের মধ্যে বিভেদ এবং মানসিক বিভাজন চাই না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাতের উস্কানি দেবেন না। আপনি যদি সংগ্রাম করতে চান তবে দারিদ্রতা, কর্মহীনতার ও মহিলাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে করুন। আপনার যদি সাহস থাকে তবে বর্তমান ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় যে সংকট তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন। তাহলে আমরা সবাই একসঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি।

মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে আপনি কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছেন? মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বিদেশ সফরে গেলে বলতেন আমরা আমাদের দেশের জন্য গর্বিত। তখন আই এস আই এস ছিল না আল কায়দা ছিল। কোন ভারতীয় তখন আলকায়দায় যোগদান করেনি। আমরা সেজন্য গর্বিত ছিলাম। কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গেলে কি বলবেন? যারা এদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে তারা ঠিক কাজ করছে না। কিন্তু কিছু দেশ তাদেরকে চালিত করছে। আমাদের সীমান্তের ওপারেই এই ধরনের চেষ্টা চালানোর

লোকজন আছে। দোহাই আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে তাদের কাজ সহজ হয় এবং আমাদের যুবকরা তাদের হাতে গিয়ে পড়ে। আমরা কাশ্মীরে উগ্রপন্থা এখনো সমাধান করতে পারিনি। যদিও সেখানে আমাদের ১০ লাখ সেনা আছে। আবার এদিকে পাঞ্জাবও ক্রমশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। এটি হিন্দু বা মুসলমানের প্রশ্ন নয়। গত এক দেড়মাস ধরেই পাঞ্জাবে এই অবস্থা। আকালিদের চিন্তা করা উচিত সংঘ পরিবারের সঙ্গে থেকে তারা কি করছেন। আমাদের সুন্দরতম, শক্তিশালী, দেশপ্রেমী পাঞ্জাব যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক রক্তপাত দেখেছে। তাদের অবস্থা আজ এরকম কেন? যদি ধর্মের নামে রাজনীতি করা হয় তাহলে তার ফলাফল অবশ্যই খারাপ হবে।

আমি বাংলা থেকে এসেছি। আজকেই সামান্য একখন্ড জমি নিয়ে মারামারি হয়ে গেল। আজকাল সামান্য এক মুরগি চুরি থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘাত শুরু হয়ে যেতে পারে।

মহাশয়া, আমাদের অশোকস্তম্ভে লেখা আছে 'সত্যমেব জয়তে' আমি চিৎকার করলেও বা কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করলেও সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। সত্য বেরিয়েই আসবে। সত্যের উপর একটি শ্লোক শুনুন যেটি মুন্ডক উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ' সত্য শ্বাশ্বত, মিথ্যা নয়, সত্যের পথই মুক্তির পথ'। এটা আমাদের জাতীয় ধর্ম। সত্যের জয় হবেই। আর বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক দর্শন হল— অহিংসা পরম ধর্ম।